

ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা



আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)



বইটি www.waytojannah.com

এর সৌজন্যে স্ব্যাকৃত।

বইটি ভালো লাগলে নিকটস্থ লাইব্রেরী থেকে
ক্রয় করার প্রতি অনুরোধ করছি। কোন প্রকাশক
বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
বরং বইটির বহুল প্রচার ও ইসলামের দাওয়াত
প্রচারই আমাদের উদ্দেশ্য। নিকটস্থ লাইব্রেরীতে
না পেলে আমাদের জানান। বইটি পেতে সাহায্য
করা হবে। কোন পরামর্শ, অভিযোগ বা মন্তব্য
থাকলে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ: pureislam4u@gmail.com

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
সুন্নাহর মর্যাদা
ফোন: ০১৭৬৬-১০০০৬৬ ০১৭৬৬-০১০০৬৬

ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা
আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

مَنْزِلَةُ السُّنَّةِ فِي الْإِسْلَامِ ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা

মূল: আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

সম্পাদনা: শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী,
সিনিয়র মুদাররিস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজীরা বাজার, ঢাকা।



প্রকাশনায়
তাহুদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা

মূল: আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১২

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: [tawheedpp\(@\)gmail.com](mailto:tawheedpp(@)gmail.com)

গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: আল-মাসরুর

মূল্য: ২৫ (পচিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স.

৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

মাদ্রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা এর সিনিয়র মুদাররিস
শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী সাহেবের

অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد.

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য।
অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তিদূত, আদর্শ মহামানব
মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর।

অতঃপর, স্নেহাস্পদ ছোট ভাই মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ
অনূদিত যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) প্রণীত
'منزلة السنة في الإسلام' বা 'ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা' পুস্তিকাটি আমি
আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমি মনে করি অনুবাদের জগতে নবীন
হিসেবে হাল্কা ক্রটি বিচ্যুতি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে আশা করি
এ জগতে নিয়মিত পথচলা তাকে অনেক অগ্রসর করবে। পরিশেষে
দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারে তার এ প্রচেষ্টাকে
কবুল করুন। আমীন, সুম্মা আমীন!

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী
০৮.০৮.১২

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী

সিনিয়র মুদাররিস, মাদ্রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা

অনুবাদের আরম্ভ

إن الحمد لله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সকল তারীফ ও প্রশংসা সেই রাক্বুল ‘আলামীনের জন্য যিনি এ বিশ্ব চরাচরে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি ক’রে এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান করে দিয়েছেন এবং মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণাদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করে মানুষ বসবাসের যথার্থ উপযোগী করেছেন। শত সহস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত ন বীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর।

মহান রাক্বুল ‘আলামীন ইসলামকে আমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ধার্য করেছেন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্যলাভে ধন্য করেছেন। আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন মানব জাতির হিদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরণ করেছেন। মানব জাতিকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা‘য়ালা তাদের প্রতি সহীফা ও আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অহী দ্বারা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ (ﷺ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) আইয়্যামে জাহিলিয়্যার সেই বর্বর ও অন্ধকার যুগে দিশেহারা পথহারা কাণ্ডারীবিহীন মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য দু’ ধরনের অহী প্রাপ্ত হন। (১) অহী জালী তথা প্রত্যক্ষ অহী স্বরূপ পবিত্র আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম এবং (২) অহী খাফী তথা পরোক্ষ অহী হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছেন সহীহ সুন্নাহ তথা হাদীস। যেমন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

عَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (رواه أبو داود)

মিকদাম বিন মাদী কারিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, সাবধান (জেনে রেখ) আমি পবিত্র কিতাব (আল-কুরআন) ও অনুরূপ আরেকটি বিষয় (হাদীসকে বিধান স্বরূপ) প্রাপ্ত হয়েছি।^১

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

রাসূল (ﷺ) তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো। আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাকো।^২

এখানে আয়াতে উল্লেখিত وَمَا آتَاكُمُ এর মধ্যে হাদীসও উদ্দেশ্য। যথা তাফসীরুল কারীমির রহমান লি ইবনে সা'দীতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,

وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله.

এ আয়াতটি ইসলামী শরীয়তের মূলনীতিসমূহ ও তার শাখা-প্রশাখাসমূহকে ও তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যে বিধান দেন তা গ্রহণ ও তার অনুসরণ করা বান্দাদের উপর অবশ্য কর্তব্য। তার ব্যতিক্রম করা হালাল নয়। কোন বিষয়ের উপর রাসূল (ﷺ) কর্তৃক জারিকৃত বিধান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক জারিকৃত বিধানের মতই কার্যকর। কোন ব্যক্তির পক্ষে তা পরিত্যাগ করার অনুমতি এমনকি তার প্রতি ওয়র আপত্তি পেশ করার

^১ (আবু দাউদ)

^২ (সুহা আল-হাশর: ৫৯/৭)

অবকাশ নেই এবং তাঁর (ﷺ) কথার উপর কারও কথাকে অগ্রাধিকার দেয়াও জায়েয নেই।^৩

সুতরাং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ তথা হাদীসকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করার বা কুরআনুল কারীম থেকে কম মর্যাদা সম্পন্ন মনে করার কোন সুযোগ নেই এবং তা বৈধও নয়। তাই আসুন, আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবেক আমাদের জীবনকে পরিচালনা করে জান্নাতের পথ সুগম করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন!

পরিশেষে বলতে চাই, আমি অধম ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী এক বান্দা হয়ে অনুবাদের মত একটি অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অনুবাদে ভুল-ভ্রান্তি এড়ানোর যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু সমস্যা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাজেই বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁরা সমালোচনা না করে আমাকে ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধনের উদ্যোগ নিতে কোন ক্রটি করবো না ইনশাআল্লাহ।

মোঃ আল-আমীন বিন ইউসুফ

^৩ (তাফসীরুল কারীমির রহমান লি ইবনে সা'দী, চতুর্থ অধ্যায়)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিমত	5
অনুবাদকের আরয়	6
ভূমিকা	11
ইসলাম ধর্মে সুন্নাহ বা হাদীসের অবস্থান ও মর্যাদা এই যে- হাদীস ব্যতীত কেবল কুরআন মাজীদ যথেষ্ট নয়	12
আল-কুরআনে সুন্নাহর আলোচনা	14
আল-কুরআনের অর্থ এবং অন্তর্নিহিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝার জন্য সুন্নাহ অত্যাৱশ্যক	16
সুন্নাহ ব্যতীত কেবল কুরআন অনুসরণকারীদের ভ্রষ্টতা	22
ভাষাজ্ঞান কুরআন বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়	26
সতর্কতা	29
রায়-কিয়াসের দলীল হিসেবে মু'য়ায বিন যাবাল (রাঃ) এর হাদীসের দুর্বলতা এবং এ হাদীস হতে যা নিষেধ প্রমাণিত	31

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه وبعد.

এ পুস্তিকাটি মূলতঃ একটি খুতবা যা আমি ১৩৯২ হিজরীর রামায়ানুল মুবারাকে কাতারের রাজধানী দোহা'য় প্রদান করেছিলাম। এ খুতবাটি মূল্যবান হওয়াতে মুসলিম সমাজের জন্য তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে আমার কতক দীনী ভাই আমাকে এটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনার প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি আমি এমনভাবে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে মনোযোগী হই যাতে তা সর্বসাধারণের জন্য উপকারী হয় এবং তা যেন উপদেশ গ্রহণের অবলম্বন ও ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের উপকারার্থে উক্ত খুতবার সাথে আমি এ বিষয়ের প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলো বিস্তারিতভাবে জুড়ে দিলাম।

মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে তাঁর দীনের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধকারী এবং ইসলামের প্রচারকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন। আর প্রার্থনাও জানাই যে, তিনি যেন এর বিনিময়ে সওয়াব ও পুণ্য দান করেন- আর এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।

ইসলাম ধর্মে সুনাহ বা হাদীসের অবস্থান ও মর্যাদা এই যে-
হাদীস ব্যতীত কেবল কুরআন যথেষ্ট নয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا لا (٧٠) يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা সবাই তাঁরই প্রশংসা
করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট
আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ আমল থেকে। যাকে আল্লাহ
তা'আলা হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই এবং যাকে
আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ
নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ
নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি

যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ ও একমাত্র তাঁরই প্রেরিত রাসূল। “হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না।”^৪ হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হাক্ক) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।^৫ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে— মহাসাফল্য।^৬

আমার ধারণা যে, হয়তো আমি পরবর্তীতে এমন মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবো না। এটা এমন এক অনুষ্ঠান যেখানে উপস্থিত রয়েছেন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। আর ভবিষ্যতের কোন জ্ঞান যেহেতু কারোরই জানা নেই সেহেতু যদি আমার ধারণা সত্যে পরিণত হয় তাহলে আমার আজকের এ কথাগুলো সেই উদ্দেশ্যেই পেশ করা হচ্ছে যা আল্লাহর কিতাবে বিবৃত হয়েছে। মহান রব্বুল 'আলামীনের সেই উপদেশমূলক বাণী—

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الذاريات (٥٥))

“তোমরা উপদেশ প্রদান কর। কেননা, উপদেশ প্রদান মু'মিনদের জন্য উপকারী।”^৭ আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই।

^৪ সূরাহ আলু 'ইমরান : ১০২

^৫ সূরাহ আন-নিসা : ১

^৬ সূরাহ আল-আহযাব : ৭০-৭১

^৭ (সূরাহ আয-যারিয়াত : ৫৫)

পবিত্র রামাযান মাসের আজকের রাত্রিতে আমার এ বক্তব্যে রামাযান ও এতে সিয়াম পালনের ফযীলত, বিধানসমূহ এবং এ মাসে তারাযীহ সালাত আদায়ের ফযীলত এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইনা যেমনটি সাধারণ ওয়াযেজ ও বক্তরা করে থাকেন। তবে আমি আজকে এসব ব্যতীত শরী‘আতের মূলনীতিসমূহের অন্যতম মূলনীতি ‘সুন্নাহ’ তথা হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

আল-কুরআনে সুন্নাহর আলোচনা

আপনারা সকলেই অবগত যে, আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবুওয়তের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে রিসালাত প্রদান করে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের জন্য সকল বিষয় এতে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

“তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে”^৮

উক্ত আয়াতে ‘মানুষের জন্য বর্ণনা’ দু’টি বিষয়কে শামিল করে-

প্রথমতঃ কুরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ বর্ণনা করা। তা হলো কুরআনের তাবলীগ। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর অন্তরে আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন না করে উম্মতের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্যও এটাই-

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

“হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর”^৯

^৮ (সূরাহ আন-নাহল : ৪৪)

‘আয়িশাহ রাঃ বলেন,

(وَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفَرِيَّةَ).

“তোমাদের কেউ যদি এমন হাদীস বর্ণনা করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) যেসব বিষয় তাবলীগ ও প্রচার করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তার কিছু অংশ গোপন করেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই সে আল্লাহ তা‘আলার উপর বড় অপবাদ আরোপ করলো। অতঃপর তিনি উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন।”^{১০}

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে,

لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ لَكَتَمَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسُ جَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾

“স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে তুমি যখন বলছিলে— তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিবাহবন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা লুকিয়ে রাখছিলে তা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান, তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহই সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে।”

দ্বিতীয়তঃ উম্মতের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ, বাক্য ও আয়াতের অর্থ যথাযথভাবে বর্ণনা করা। বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট, অথবা ব্যাপকতর অথবা সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে এমন আয়াতসমূহের অর্থ বর্ণনা করা। ফলে এগুলোকে সুস্পষ্ট করতে সুন্নাহ্ তথা হাদীস বর্ণনা করা জরুরি হয়ে পড়ে। অতএব সুন্নাহ্ তথা হাদীসের মাধ্যমে এসব অস্পষ্ট বিষয়সমূহ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সাধারণ বিষয় খাস তথা বিশেষিত হয়ে যায় এবং উক্ত সাধারণ বিষয়সমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়।

^৯ (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৬৭)

^{১০} (বুখারী, মুসলিম)

আল-কুরআনের অর্থ এবং অন্তর্নিহিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝার জন্য সুন্নাহ্ অত্যাবশ্যিক

আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

“আর পুরুষ চোর ও মহিলা চোর- তাদের হাত কেটে দাও।”^{১১}

সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এটি একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ দৃষ্টান্ত। কেননা, এখানে আয়াতে চোরের হাত কাটার বিষয়টি সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর হাদীসে চোরের হাত কাটা সম্পর্কে শর্তারোপ করা হয়েছে। তা হলো চোর যদি দিনারের এক চতুর্থাংশ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে। যেমন হাদীসে এসেছে :

(لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)

এক দিনারের এক চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে কম দিনারের চুরি করার অপরাধে হাত কাটা যাবেনা।^{১২}

এর পক্ষে অন্যত্র স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আমল বা তাঁর সাহাবাগণের আমল অথবা তাঁর (ﷺ)-এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীস গ্রন্থসমূহে এর বর্ণনা সুপ্রসিদ্ধ যে, সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) চোরের হাত কাটতেন কবজি পর্যন্ত। তায়াম্মুমের বর্ণনা সম্পর্কিত আয়াতে এ বিষয়ে সুন্নতি তরীকা বর্ণিত হয়েছে। তায়াম্মুমের আয়াতটি হলো :

﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾

“তোমরা তোমাদের চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসাহ করো।”^{১৩}

কেননা, কবজির কথা রাসূল (ﷺ)-এর উক্তিই উল্লেখিত। যেমন হাদীস-

^{১১} (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৩৭)

^{১২} (বুখারী, মুসলিম)

^{১৩} (সূরাহ আন-নিসা : ৪৩; আল-মায়িদাহ : ৬)

(التَّيْمُ صَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) [أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من

حديث عمار بن ياسر ۞]

অর্থাৎ তায়াম্মুম হলো : চেহারা ও উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য মাটিতে একবার হাত মারা। (‘আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) সুত্রে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।)

আপনাদের খিদমতে কুরআনুল কারীমের আরো কতক আয়াত উল্লেখ করছি যেগুলোতে সুন্যাহ ব্যতীত আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

১. আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

“যারা ঈমান এনেছে আর যুল্ম (অর্থাৎ শিরক) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি, তারাই নিরাপত্তা লাভ করবে আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।”^{১৪}

উক্ত আয়াতের ظلم শব্দের অর্থ সাহাবাগণ ব্যাপক অর্থে সকল প্রকার ظلم তথা পাপ কাজকে বুঝেছিলেন তা ছোট বা বড়ই হোক না কেন। ফলে এ আয়াত সাহাবাগণের উপর অত্যন্ত ভারী ও কঠিন হয়ে যায়। সুতরাং সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে পাপ থেকে বাঁচাতে পারে? এ কথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করলেন :

لَيْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ : ﴿إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

‘হে সাহাবাগণ! তোমরা যেমন ভেবেছ বিষয়টি তেমন নয়। বরং এখানে ظلم বলতে شرك (শিরককে) বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি

^{১৪} (সূরাহ আল-আন‘আম : ৮২)

লুক্কমান (ؓ) এর কথা শ্রবণ করনি। তিনি বলেছেন : **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** “নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলম তথা পাপ।”^{১৫}

২. আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলার বাণী :

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ إِنِ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

“যখন তোমরা দেশে-বিদেশে সফর কর, তখন নামায কসর করাতে তোমাদের কিছুমাত্র দোষ নেই, যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে।”^{১৬}

এ আয়াত থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, সালাত কুসর করার জন্য ভয়ভীতিকে শর্তারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ সফরের অবস্থায় যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে কেবল তখনই কুসর করা যাবে, অন্যথায় নয়। তাই কতক সাহাবায়ে কেরাম (ؓ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আরয করলেন, **مَا بَالُكَ نَقَصْرُ وَقَدْ أَمَرْنَا** “আমরা তো এখন নিরাপদ; শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত। সুতরাং আমরা কেন সালাত কুসর করব?”

সাহাবাদের এ কথার উত্তরে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করলেন,

(صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ) [رواه مسلم]

“(সফর অবস্থায় সালাত কুসর করা) আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি উপঢৌকন। অতএব তোমরা তাঁর এ উপঢৌকন গ্রহণ করো।”^{১৭}

৩. আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ.....﴾

^{১৫} (সূরাহ লুক্কমান : ৩১)

^{১৬} (সূরাহ আন-নিসা : ১০১)

^{১৭} (মুসলিম)

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, (প্রবাহিত) রক্ত.....^{১৮}

অন্যদিকে কুওলী হাদীসের উক্তি হলো- মৃত পঙ্গপাল, মাছ, কলিজা ও যকৃত (কলিজা ও যকৃত মূলত জমাট রক্ত) খাওয়া হালাল। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

﴿أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ : الْجَرَادُ وَالْحَوْتُ (أَيَّ السَّمَكِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ)

وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ]

আমাদের জন্য দুটি মৃত জন্তু এবং দু'প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে : পঙ্গপাল বা ফড়িং ও মাছ (মাছের যাবতীয় প্রকার এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত)। আর কলিজা ও যকৃত। (ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য ইমামগণ এ হাদীসটিকে মাওকূফ ও মারফূ' উভয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মাওকূফ সনদে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সহীহ এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে মারফূ' হাদীসের হুকুম প্রযোজ্য। কেননা, এসব মাওকূফ হাদীস মস্তিষ্কপ্রসূত রায়ের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়নি।

৪. আল্লাহ আ'আলার বাণী :

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ﴾

বল, আমার প্রতি যে ওহী করা হয়েছে তাতে মানুষ যা আহার করে তার কিছুই নিষিদ্ধ পাই না তবে মৃত, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া। কারণ তা অপবিত্র অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা ফাসিকী কাজ।^{১৯}

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সহীহ সূত্রে এমন কতক হাদীস বর্ণিত হলো যা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়নি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী -

^{১৮} (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৩)

^{১৯} (সূরাহ আল-আন'আম : ১৪৫)

كُلْ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَكُلْ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ

চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে যাদের নখর রয়েছে এবং পাখিদের মধ্যে যারা পা দিয়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খায় - এগুলো হারাম।

এসব বিষয় ভক্ষণ নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়ার পক্ষে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। যথা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খায়বার দিবসে ইরশাদ করেন,

(إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)

“আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) তোমাদের জন্য গৃহপালিত ঘোড়া নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা, তা অপবিত্র।”^{২০}

৫. আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ تُفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (২২)

বল, ‘যে সব সৌন্দর্য-শোভামণ্ডিত বস্তু ও পবিত্র জীবিকা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে তা হারাম করল?’ বল, ‘সে সব হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য দুনিয়ার জীবনে বিশেষতঃ কিয়ামাতের দিনে। এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।’^{২১}

আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কতক সৌন্দর্যের বিষয় গ্রহণ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি একদা তাঁর এক হাতে রেশমবস্ত্র এবং অপর হাতে স্বর্ণ নিয়ে সাহাবাগণের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন,

(هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حُلٌّ لِإِنَائِهِمْ)

^{২০} (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

^{২১} (সূরা আল-আ‘রাফ : ৩২)

এ উভয় বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হারাম এবং মহিলাদের জন্য ব্যবহার বৈধ। (ইমাম হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করে একে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।)

এ সবগুলো ছাড়াও এ বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বুখারী মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহ ছাড়াও হাদীস ও ফিক্‌হের পণ্ডিতগণের এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত জানা রয়েছে।]

ভাতৃমণ্ডলী! এখানে এমন কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করবো যার ফলে আমাদের নিকট ইসলামী শারী'আতে হাদীসের গুরুত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হবে।

অন্যান্য নতুন দৃষ্টান্ত পেশ না করে যদি আমরা কেবল পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণসমূহে আবাবো গভীরভাবে দৃষ্টি দেই তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, হাদীস ব্যতীত কুরআনুল কারীমের সঠিক ও যথাযথ অর্থ বোঝা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

পূর্বে উল্লেখিত দৃষ্টান্তসমূহে সাহাবাগণ আয়াতে উল্লেখিত الظلم শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন যদিও তাদের গুণ বর্ণনা করে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেছেন :

(أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبْرَهَا قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقْلَمَهَا تَكَلُّفًا)

“তারা হলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাঁদের অন্তরসমূহ অধিক পূন্যবান, এবং তারা সবচেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং তাদের চরিত্রে কৃত্রিমতা অত্যন্ত কম।

এতসব গুণাবলীর অধিকারী হয়েও তাঁরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে ভুল অর্থ বুঝেছেন। এমতাবস্থায় নবী (ﷺ) যদি তাদেরকে ভুল ধরিয়ে না দিতেন এবং الظلم এর প্রকৃত অর্থ যে শিরক, তা প্রকাশ না করতেন তাহলে তাদের ভুল অর্থের কারণে আমরাও সেই ভুলের অনুসরণ করতাম। কিন্তু আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসূল (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত হাদীসের মাধ্যমে এ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণে হাদীস দ্বারা অর্থ স্পষ্ট না করা হলে আমরা নিরাপদ অবস্থায় সফর করলে তাতে সালাত কুসর বিষয়ে সংশয়ে থাকতাম। কেননা, আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দ্বারা ভীতির অবস্থায় সফরে কসর করা শর্ত হওয়া বুঝা যায়। আর কতক সাহাবাকে তো আয়াতের বাহ্যিক

অর্থের উপর আমলও করতে দেখা গেছে। যদি রাসূল (ﷺ)-কে সাহাবাগণ নিরাপদ অবস্থায় ক্বসর করতে না দেখতেন তাহলে তাঁরাও ক্বসর করতেন না।

তৃতীয় উদাহরণে : হাদীস দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা না হলে আমরা অনেক হালাল বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করতাম। যেমন টিড্ডি, মাছ, কলিজা, যকৃত।

চতুর্থ উদাহরণে : সুন্নাহ না থাকলে আল্লাহর হারাম করা অনেক বস্তুকেই আমরা হালাল মনে করতাম। বিশেষ করে ঐসব বস্তু যেগুলোকে রাসূল (ﷺ) এর উক্তি তথা সুন্নাহর মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে পঞ্চম উদাহরণে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, রাসূল (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা স্বর্ণ, রেশম ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে, তবে আয়াতের মর্মানুযায়ী আমরা এসব হারাম বস্তুকে হালাল মনে করতাম। তাই আমাদের কতক সালাফ বলেছেন,

(الْسُّنَّةُ تَقْضِي عَلَى الْكِتَابِ)

“সুন্নাহ বা হাদীস কুরআনের বিধানের ফায়সালা দেয়।”

সুন্নাহ ব্যতীত কেবল কুরআন অনুসরণকারীদের ভ্রষ্টতা

এটা সত্য কথা যে, কতক মুফাসসির এবং লেখক রয়েছেন, যারা শুধু কুরআনের উপর ভিত্তি করে শেষ দুই উদাহরণে উল্লেখিত হিংস্র পশু ভক্ষণ এবং স্বর্ণ ও রেশম বস্ত্র পরিধান করাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া বর্তমানেও এমন একদল লোক রয়েছেন যারা (الْقُرْآنَوْنِيُون) তথা “কুরআনের অনুসারী” নামে পরিচিত। তারা তাদের খেয়ালখুশি মত কুরআন কারীমের তাফসীর করে থাকে। কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে তারা সহীহ সুন্নাহ তথা হাদীসের কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করে না। বরং সুন্নাহের ক্ষেত্রে তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। যেসব হাদীস তাদের

মতের সাথে মিলে যায় সেগুলো তারা গ্রহণ করে; আর যেগুলো মিলেনা সেগুলো তারা পরিত্যাগ করে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এদের দিকে ঈঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন-

«لَا الْفَيْئَ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أُرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ»

“আমি তোমাদের কাউকে যেন এমন না দেখি যে, সে আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে; এমতাবস্থায় আমার পক্ষ হতে কোন আদেশ বা নিষেধ এসে যায় আর সে বলে : আমি তো এসব জানি না। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এমন কোন নির্দেশ পাচ্ছিনা যে আমি সেটার অনুসরণ করবো।”^{২২} তিরমিযী ব্যতীত অন্যান্যদের বর্ণনায় রয়েছে,

“مَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ إِلَّا وَإِنِّي أَتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ”.

আমরা তো এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল কুরআনে পাইনা যার দ্বারা এসবকে হারাম সাব্যস্ত করবো। সাবধান! (তোমরা জেনে রেখো) আমি দীনের বিধান হিসেবে কুরআন এবং এর অনুরূপ আরেকটি বিষয় (সুন্নাহ) প্রাপ্ত হয়েছি।

অন্যত্র রয়েছে- “إِنَّا إِذَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ”

সাবধান! নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) যা হারাম করেন তা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতোই হারাম।

আরেকটি বাস্তব সত্য হলো এই যে, কতক বড় বড় সম্মানিত লেখকগণ ইসলামী শরীআহ এবং আকীদাহ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখেছেন এবং এসব গ্রন্থের ভূমিকায় তারা লিখেছেন যে, তাদের মতে কুরআন ব্যতীত আর কোন দলীল নেই।

অথচ উপর্যুক্ত হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী শরী‘আতের উৎস বা দলীল কেবল কুরআন মাজীদই নয়। বরং কুরআন ও

^{২২} (তিরমিযী)

সুন্নাহ্ সমভাবে ইসলামী শারী‘আতের উৎস ও দলীল। সুতরাং যারা এ দু’টির যে কোন একটিকে গ্রহণ করলো সে মূলতঃ কোনটাকেই গ্রহণ করলো না। কেননা, এ দু’টির প্রত্যেকটি অপরটিকে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী-

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করে সে আল্লাহরই অনুসরণ করলো।^{২৩}

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (৭০)﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু‘মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুষ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।^{২৪}

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (৩৬)﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু‘মিন পুরুষ ও মু‘মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল।^{২৫}

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন,

^{২৩} (সূরাহ আন্-নিসা : ৮০)

^{২৪} (সূরাহ আন্-নিসা : ৬৫)

^{২৫} (সূরাহ আল-আহযাব : ৩৬)

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাক।^{২৬}

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে এ আয়াতের স্বপক্ষে একটি হাদীস রয়েছে যা আমাকে অবাক করে দেয়। তা হলো একজন মহিলা রাসূল (সাঃ) এর দরবারে আগমন করে তাঁকে বললেন, আপনিই কি বলেছেন যে,

(لَعَنَ اللَّهُ الثَّامِصَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْوَاشِمَاتِ الحديث) قَالَ : نَعَمْ
قَالَتْ : فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَالَ
لَهَا : إِنَّ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قَالَتْ : بَلَى قَالَ : فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ : لَعَنَ اللَّهُ الثَّامِصَاتِ ... الحديث [متفق عليه]

“আল্লাহ তা‘আলা অভিসম্পাত দিয়েছেন- যারা দ্রু উপড়ায় এবং যারা তা উপড়িয়ে দেয়, এবং যারা উক্কি অংকন করে”^{২৭}

রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। মহিলাটি বললো, আমি আব্দুল্লাহ তা‘আলার কিতাব কুরআন মাজীদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন তা তো পাইনি। রাসূল (সাঃ) ঐ মহিলাকে বললেন, তুমি ভাল করে কুরআন মাজীদ পাঠ করো নি; ভাল করে পাঠ করলে তুমি অবশ্যই পেতে। তুমি কি কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করোনি যে, আব্দুল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাক।^{২৮}

^{২৬} (সূরাহ আল-হাশর : ৭)

^{২৭} (বুখারী, মুসলিম)

^{২৮} [(সূরাহ আল-হাশর : ৭), মুত্তাফাকুন আলাইহি]

ভাষাজ্ঞান কুরআন বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়

পূর্বের আলোচনাসমূহ হতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও তার পক্ষে কুরআনুল কারীমের সঠিক অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়; যতক্ষণ না সে নাবী (ﷺ)-এর ক্বাওলী ও ফে'লী হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করবে। কেননা, নাবী (ﷺ)-এর ঐসব সাহাবা যাদের উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে তাদের চেয়ে আরবী ভাষা সম্পর্কে কেউ অধিক জ্ঞানী ছিলেন না। অধিকন্তু তাদের মতো আযমী তথা অনারব শব্দ, কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষাজ্ঞান ও ভাষাগত ক্রটিমুক্ত উচ্চারণ আর কারো মধ্যে পাওয়া যাবে না। তারপরও তাঁরা কেবল তাদের ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে অর্থ করার দরুন পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ভুল অর্থ করেছেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি যখন সুন্নাহ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে তখন সে কুরআনুল কারীমের অর্থ বুঝা ও তা থেকে হুকুম বের করার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ হবে ঐসব ব্যক্তি হতে যারা সুন্নাহর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। তাহলে সে ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা কী করে সম্ভব হতে পারে যে কিনা সুন্নাহ তথা হাদীসকে মূল্যায়ন করে না; এমনকি তার দিকে দ্রাক্ষেপও করেনা?

তাই, জ্ঞানী পণ্ডিতগণের ঐকমত্যপূর্ণ নীতি হলো-

(أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ثُمَّ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ ... إلخ)

“কুরআনুল কারীমের তাফসীর করতে হয় কুরআন ও হাদীস দ্বারা, অতঃপর সাহাবা কেরামদের (رضি) উক্তির দ্বারা।

উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহ হতে আমাদের নিকট অতীতকালের বা বর্তমানকালের ‘উলামা এবং সালাফে-সালেহীনদের বিরোধী আলেমদের ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আপনারা এসব ভ্রষ্ট ‘উলামাদের আকীদা বিশ্বাস এবং তাদের দেয়া বিধান হতে বেঁচে থাকুন। কেননা, সুন্নাহর জ্ঞান হতে এবং গুণবাচক প্রভৃতি আয়াতের হুকুম আহকাম হতে তাদের বুদ্ধি-বিবেক বহু দূরে সরে গেছে। এ সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা এসেছে

شرح العقيدة الطحاوية - শারহ ‘আক্বীদাহ আত-ত্বাহাবিয়াহ) ব্যাখ্যা গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ, ২১২ পৃষ্ঠায়।

সেখানে বর্ণিত হয়েছে- “সে ব্যক্তি কিভাবে দীনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করে যার সাথে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের কোন সাক্ষাৎ ঘটেনি; সাক্ষাৎ ঘটেছে কেবল অমুক তমুকের কথার সাথে। তারা যখন ভাবে যে তারা কুরআন মাজীদ হতেই তাদের নিয়ম-নীতিকে গ্রহণ করবে তখন না তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস হতে তাফসীর গ্রহণ করে; না হাদীসের দিকে দৃষ্টিপাত করে; আর না তারা ঐসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে সাহাবা কেরাম এবং তাবেরঈনে ঈযাম হতে যে সব সুন্দর ও উত্তম উদ্ধৃতিগুলো বর্ণিত হয়েছে। এসব লোকেদের কথা স্বয়ং অধিক সমালোচনাকারীগণও গ্রহণ করেছেন; যেহেতু ঐ সকল সাহাবা ও তাবেরঈনগণ কেবল কুরআনের ভাষা ও শব্দালংকারই বর্ণনা করেননি; বরং তাঁরা ভাষা, শব্দালংকার এবং অর্থও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা কুরআন মাজীদকে কেবল ছোট্ট শিশুদের ন্যায় শিক্ষা করেননি বরং তারা কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেছেন তার অর্থ ও মর্মসহ। যারা তাঁদের পন্থা অনুসরণ না করবেন তারা তো নিজেদের রায় ও নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করেই কথা বলবেন। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করেনা; আর যে নিজের খেয়াল-খুশিমত কথা বলে কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া সে পাপ কাজ করলো যদিও তার কথা সঠিক হয়। আর যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহ তথা কুরআন হাদীস থেকে মাসয়ালা ও বিধান গ্রহণ করে সে সঠিকতার বিনিময়ে সওয়াব পাবে যদিও সে ভুল করে। আর সঠিক মাসয়ালা বের করতে সক্ষম হলে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।

অতঃপর ইমাম ত্বাহাবী স্বীয় আক্বীদাহ আত-ত্বাহাবীয়াহ ব্যাখ্যা গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন :

“রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ এবং তাঁর হাদীস সত্যায়ন করা ওয়াজিব; এর বিপক্ষে কোন বাতিল ধারণা পেশ করে তা যুক্তিসঙ্গত বলা বা অনুরূপ কিছু পেশ করা এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা কোন ব্যক্তি

বিশেষের অভিমত ও তাদের মগজপ্রসূত ধ্যান-ধারণা দাঁড় করা ব্যতীতই। আমরা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলাকে 'ইবাদাত, আনুগত্য ও নম্রতা, তাওবাহ কবুলকারী এবং একমাত্র ভরসামূল্য হিসেবে একক বলে মানি; ঠিক অনুরূপ রাসূল (ﷺ)-কে বিধানদাতা, আত্মসমর্পণ স্থল, অনুসরণ-অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করি।

মোটকথা, সকল মুসলিমের উপর আবশ্যিক হলো- কুরআন-সুন্নাহ হতে সকল জিজ্ঞাসার সমাধান ও জীবনের যাবতীয় বিধান গ্রহণ করা এবং সে আলোকে ইসলামী শারী'আত কায়ম করার বিষয়ে উভয়টির মধ্যে কোন তফাৎ ও পার্থক্য সৃষ্টি না করা। কেননা, তাদের উপর অবধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য এই যে, তারা যেন কুরআন-সুন্নাহ হতে এদিক-সেদিক ভ্রমক্ষেপ না করে এবং তা উপেক্ষা করে পথভ্রষ্ট না হয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা বিষয়টি আমি আরো পরিষ্কার করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرُدَّآ عَلَى الْخَوْضِ

“আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু রেখে যাচ্ছি; একটি আল্লাহর কিতাব কুরআন আর অপরটি আমার সুন্নাহ তথা হাদীস। যতক্ষণ তোমরা এদু’টিকে আঁকড়ে থাকবে পথভ্রষ্ট হবেনা। আর এদু’টি তোমাদের থেকে পৃথক হবেনা যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে হাউয়ে পৌঁছে দেয়। ইমাম মালেক পরিপূর্ণ সনদসহ এবং ইমাম হাকিম ধারাবাহিক সনদসহ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।^{২৯}

^{২৯} অধিকাংশ বিদ্বানগণের নিকট প্রসিদ্ধ কথার মতো আমরা এ কথা বলবো না যে, প্রথমতঃ কুরআনের তাফসীর করতে হবে কুরআন দিয়ে। যদি কুরআনে না পাওয়া যায় তবে হাদীস দিয়ে যার বর্ণনা এই নিবন্ধের শেষে মু'আয বিন জাবাল (رضي الله عنه)-এর হাদীসের বর্ণনায় আসছে।

সতর্কতা :

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি : এতক্ষণ ইসলামী শরী‘আতে যে সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণিত হলো তা দ্বারা বিভিন্ন তাফসীর, ফিকহ, তারগীব-তারহীব, রক্বায়িক্ব ও মাওয়াযিয় এবং অন্যান্য বিষয় সম্বলিত গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হাদীসগুলোর মধ্যে কেবল সে সব হাদীসই উদ্দেশ্য যা হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট প্রসিদ্ধ ও পরিচিত সহীহ সনদে বর্ণিত। কেননা, এসমস্ত কিতাবাদিতে এমন অনেক জাল-যঈফ, মুনকার হাদীস এবং এমন হাদীসও রয়েছে যার সাথে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। যেমন হারুত-মারুতের হাদীস ও অন্যান্য কেচ্ছা কাহিনী।^{১০} এসব অসত্য কাহিনীর বিরুদ্ধে আমার একটি স্বতন্ত্র বই রয়েছে। আমার “সিলসিলাতুল আহাদীসিয যাঈফাহ ওয়াল মাওয়ু‘আহ ওয়া আসারুহাস সাযিয়াহ ফিল উম্মাহ” নামক বৃহদাকার গ্রন্থে অসত্য ও বাতিল হাদীসসমূহের বড় অংশ আলোচনা করেছি। এ গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় চার হাজারে উন্নীত হয়েছে।^{১১} এসব যঈফ ও জাল হাদীসসমূহের মাত্র ৫০০ হাদীস মুদ্রিত হয়েছে। (বর্তমানে সমস্ত হাদীসগুলোই মুদ্রিত হয়েছে। -অনুবাদক)

সুতরাং জ্ঞানী ও বিদ্বান বিশেষ করে যারা মানুষের মাঝে তাদের ফিকহ ও ফাতাওয়া-মাসায়েল প্রচার করতে চান তাদের জন্য ওয়াজিব যে, তাঁরা কোন হাদীস সহীহ হিসেবে প্রমাণিত কিনা তা যাচাই না করে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করবেন না। কেননা যে সব ফিকহের কিতাব থেকে তাঁরা দলীল দেন সেগুলো অসংখ্য দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা পরিপূর্ণ। এমনকি এমন অনেক হাদীস পাওয়া যাবে যার কোন প্রকার ভিত্তি নেই- যা উলামাদের অজানা নয়।

^{১০} এ বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম গ্রন্থ হলো (نصب المجانيق في نصف قصة الغرائيق) ‘মাকতাব আল-ইসলামী মুদ্রিত’

^{১১} এ বইয়ের সংখ্যা পাঁচ হাজার কপি ছাড়িয়ে গেছে। আল্লাহ চাহে তো শিখই এর নতুন সংস্করণ ছাপতে হবে।

ফিকহের জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগকারীদের বিশেষ উপকারার্থে আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখা শুরু করেছি যার নাম দিয়েছি ((الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الفقهية)) অর্থাৎ আমার এ গ্রন্থে যেসব কিতাবাদি সম্পর্কে আলোচনা করব তা নিম্নরূপ :

১. হানাফী মাযহাবের ফিকহ সম্পর্কে ইমাম মুরগিনানীর লেখা ‘হিদায়াহ’

২. মালেকী মাযহাবের ফিকহ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাসেম এর লেখা ‘মুদাওওয়ানাহ’

৩. শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহ সম্পর্কে ইমাম রাফেয়ীর লেখা ‘শারহুল ওয়াযীয’

৪. হাম্বলী মাযহাবের ফিকহ সম্পর্কে ইমাম ইবনু কুদামার লেখা ‘আল-মুগনী’

৫. তুলনামূলক ফিকহের উপর ইমাম ইবনু রুশদ আল-আন্দলুসীর লেখা ‘বেদায়াতুল মুযতাহিদ’

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই যে, এটা শেষ করা সম্ভব হয় নি। কেননা ‘আল ও‘আয়ী আল-ইসলামী কুয়েতীয়্যাহ’ ম্যাগাজিন এটা প্রচার প্রসার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং এ বিষয়ে উৎসাহিতও করেছিল বটে কিন্তু যখন কিতাবটি আমি তাদের কাছে হস্তান্তর করলাম তখন তা প্রকাশ করেনি।

এ গ্রন্থের সংকলন কাজ শেষ হয়েছে। সুতরাং আমি আশা করি শীঘ্রই অন্য কোন সহযোগী পেয়ে যাব যাতে ফিকহের চর্চাকারীদের হাতে এই জ্ঞানসমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম পছা তুলে দিতে পারব যা তাদের জন্য সহায়ক হবে এবং যে সকল হাদীসের গ্রন্থ তাদেরকে অধ্যয়ন করতে হয় সেগুলোতে আলোচিত হাদীসসমূহের মান, হাদীসের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং এ সম্পর্কিত যেসব বিষয় জানা প্রয়োজন তা আয়ত্ত্ব করা সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় আমার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

রায়-কিয়াসের দলীল হিসেবে মু'য়ায বিন যাবাল (রাযিহায়াতু তা'আলাহ আন) এর হাদীসের দুর্বলতা এবং এ হাদীস হতে যা নিষেধ প্রমাণিত

ইসলামে সুন্নাহের মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করার পূর্বে উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই। উসূলে হাদীসের এমন বই পাওয়া যাবেনা যাতে এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং ইসলামী শারী'আতে কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে পার্থক্য করাকে নাজায়েয সাব্যস্ত করা এবং এ দু'টি থেকে দলীল গ্রহণ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসেবে এ হাদীসটি উল্লেখিত হয়নি। হ্যাঁ, সে হাদীসটি হলো মু'য়ায বিন যাবাল (রাযিহায়াতু তা'আলাহ আন) এর হাদীস। নাবী (সাঃ) ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করার সময় তাকে বলেছিলেন : তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআনের ভিত্তিতে। রাসূল (সাঃ) বললেন, যদি কুরআন কারীমে এর ফায়সালা না পাও? তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ তথা হাদীসের মাধ্যমে। রাসূল (সাঃ) বললেন, যদি তাতেও না পাও? তিনি বললেন, নিজের চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা করবো, আর কোন কিছুই পরওয়া করবো না। রাসূল (সাঃ) বললেন, সেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা যিনি রাসূল (সাঃ) এর প্রেরিত দূতকে সে বিষয়কে ভালবাসার তাওফীক দিয়েছেন যা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ভালবাসেন।

এ হাদীসের সনদ দুর্বল হওয়ার বিষয় বর্ণনার অবকাশ রাখেনা। এ সম্পর্কে আমি আমার সিলসিলাতু আহাদিসিয় যাঈফাহ ওয়াল মাওয়ূআহ (যঈফ ও বানোয়াট হাদীস সিরিজ) গ্রন্থের ৮৮৫ নং এ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

এখানে কেবল এতটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি যে, আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'হাদীসটি মুনকার'।

অতঃপর আমি এ হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বর্ণনার ইচ্ছা রাখি যার ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়ে রেখেছি। আমি বলতে চাই, মু'য়ায বিন যাবাল (রাযিহায়াতু তা'আলাহ আন) এর হাদীস শাসন বা বিচারকের জন্য ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতির বর্ণনা পেশ করে। উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হাদীসে পেলে রায় কিয়াসের মাধ্যমে ফায়সালা দেওয়া নাজায়েয এবং কুরআন কারীম হতে

ফায়সালা মিললে হাদীস দিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়াও জায়েজ। কুরআন-হাদীসে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত না পাওয়ার কারণে রায়-কিয়াসের দিকে মনোনিবেশ করার অধিকাংশ উলামার মতটি সহীহ। অনুরূপ তাঁরা এও বলেছেন যে, যখন কোন আশ্বার তথা সাহাবাদের (رضي الله عنه) কথা, কাজ ও সমর্থন পাওয়া যাবে তখন রায় কিয়াস বাতিল গণ্য হবে।

কিন্তু কুরআন মাজীদে সমস্যার সমাধান না পাওয়ার পর হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করার কথাটি সহীহ নয়। কেননা, হাদীস কুরআন মাজীদের বিষয়েও সিদ্ধান্ত প্রদানকারী এবং হাদীস কুরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। সুতরাং কুরআন মাজীদে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হাদীসে ফায়সালা অনুসন্ধান করা বিচারক ও প্রশাসকের উপর ওয়াজিব। সুতরাং কুরআন মাজীদের সাথে হাদীসের সম্পর্ক এবং হাদীসের সাথে রায় বা কিয়াসের সম্পর্ক কক্ষনো এক নয়, কক্ষনো নয়। বরং কুরআন ও হাদীসকে মূলতঃ এক ও অবিচ্ছেদ্য উৎস হিসেবে বিবেচনা করা ওয়াজিব। এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নেই। রাসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীসটি সে কথারই ইঙ্গিত বহন করে।

(أَلَا إِنِّي أُتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)

“জেনে রেখো! আমি কুরআন এবং এর অনুরূপ আরেকটি বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি। অর্থাৎ হাদীস। রাসূল ﷺ এর আরেক উক্তি

(لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْخَوْضِ)

“হাউয়ে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য চলবে না।”

সুতরাং উপর্যুক্তরূপে প্রকার বর্ণনা করা সহীহ নয়। কেননা, তা উভয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে (যে কুরআন এক জিনিস আর হাদীস অন্য জিনিস)। অথচ এটা ভুল ও ভ্রান্ত কথা। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং আমি সঠিক কথা বলে থাকলে তা আল্লাহর মেহেরবাণীতেই বলেছি। আর ভুল বলে থাকলে আমার নিজের দুর্বলতা।

আল্লাহ তা‘আলার দরবারে বিনয় প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা এবং তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন প্রতিটি বিষয় থেকে রক্ষা করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.